শ্রীশ্রীঁ শিবাবতার শ্রীশ্রীঁ শ্রীমৎ স্বামী ব্রজানন্দ পদে
আত্মসমর্পণ স্তোত্র।

(১)

অপূর্ব্ব পুরুষ এক হেরিনু নয়নে,
লোচনের জ্যোতি নিন্দে তরুণ তপনে;
আঁখি কোণে ঝড়ে প্রেম নিন্দেতনু কাঁচা হেম
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ভোলা, সন্ন্যাসী প্রবীন;
আনন্দে আলিঙ্গে দীনে, সদা নিশি দিন!

(২)

শিব অবতার বলি নত হয় শির,
স্পর্শিলে চরণ দিব্য শিহরে শরীর;
সুশ্যামল পীত তনু,পদ নখে শশী ভানু,
ব্রীড়াম্লান হয়ে কত শত শত রয়;
হেরিলে মূরতি হৃদে হর্ষ উপাচয়।

(৩)

পতিত-পাবনরূপে উদয় ধরায়,
পাইলে পতিত পাপী ধরেন হিয়ায়;
উচ্চারি অভয় বাণী, পাপীতাপী লয় টানি,
ব্রজানন্দ হরি নামে এবার উদয়।

(৪)

অধরে ধরেনা হাঁসী সদা খল খল,
বালকের অনুপম সরল অমল;
নরনারী সমাজ্ঞান,ভক্ত হিত মাত্র ধ্যান,
অবতীর্ণ ধরাধামে ভক্তের কারণ;
ভকত সকল যেন হৃদয়ের ধন।

(৫)

লহরে শরণ মহাপুরুষ চরণে,
পাপীতাপী যত আছে নিখিল ভূবনে;
বিতরি করুণা রাশি,অসীমপাতকী নাশি,
দিবেন আশ্রয় তাঁর অভয় চরণে,
নির্ভয় হইবে চিত্ত, কি ভয় শমনে?

শমন-দমনকারী ব্রজানন্দ পদে,
সমর্পণ কর পাপী চিত্ত নিরাপদে;
লইতে পাপীর ভার,অবতরি বার বার,
নিষ্পাপ করেন ধরা পরম আনন্দে!
আত্মসমর্পণ ত্বরা কর ব্রজানন্দে !

(৭)

কাঙ্গাল শরণ তুমি খ্যাত চিরদিন,
লইল শরণ পদে সুদীন পুলিন,
বিমান বিজন আর তপন শঙ্কর,
মিনু, বীনা,অঞ্জ ূরুবি কুসুম নিকর;
অর্পিনু অঞ্জলিরূপে অভয় চরণে,
রহে যেন ফুলগুলি তোমার স্মরণে।

(৮)

তোমার নির্ম্মাল্য কভূ মলিন না হয়,
সুপ্রসন্ন থাকে যেন সকল সময়;
শমন শাষণ হতে ওহে দয়াময়
রক্ষা করি রেখ প্রভু সদা নিরাময়;
দেহ, গেহ, চিত্ত,প্রাণ সকল আমার
অর্পণ করিনু দেব চরণে তোমার।

(৯)

গ্রহণ করহে তুচ্ছ কাঙ্গালের দান,
মহাযোগী ব্রজানন্দ নিজ মহাপ্রাণ;
পদপ্রান্তে নত আজ পুলিন তোমার
গ্রহণ করহ তার কর্ম্মফল ভার !

শ্রীশ্রীঁ শ্রীমৎ স্বামী ব্রজানন্দ পদানত দীন পুলিন।
৩২ শে শ্রাবণ, ১৩৪৫ সন